দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 OCT 2009 ......
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ......

কেমন হওয়া উচিত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের বিকাশ অপরিহার্য

প্রফেসর ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দিন

বলা হয় শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষিত জাতি শুধু সম্মানীয় জাতিই হয় না বরং সমৃদ্ধশালী জাতিও হয়। যে কোন জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে সে জাতীয় প্রেক্ষপটে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে এতে সন্দেহ নেই। এ সব বিষয় গুলোকে বিবেচনায় রেখে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত। আমাদের দেশ ও জাতির উন্নতি, প্রগতি ও কল্যাণের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় চারটি বিষয় অপরিহার্য। (এক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা, কারণ একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা তথা মর্যাদাবান জাতি হিসাবে টিকে থাকা ও উন্নতি-অগ্রগতি লাভ করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান অপরিহার্য। (দুই) নৈতিকতার শিক্ষা, কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞানে প্রগতি ও উন্নতি লাভ কখনো করা যাবে না যদি ঐ জ্ঞান লাভ করা ব্যক্তিদের মধ্যে নৈতিকতা না থাকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রগতি ও উন্নতি লাভ করা তখনই হবে যখন ঐ জ্ঞানীদের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ কাজ করবে। ধরুন একজন মেধাবী প্রকৌশলী বা একজন মেধাবী সরকারি কর্মকর্তা দেশের কোন এক স্থানে উন্নয়নের জন্য তিনি প্রজেক্ট ডাইরেক্টর নিয়োজিত হলেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে দশ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ দেয়া হল। এখন তাঁর মধ্যে যদি নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও দেশ প্রেম না থাকে তাহলে পাঁচ হাজার কোটি টাকার কাজ করে বাকী পাঁচ হাজার কোটি টাকা ভাগ বাটোয়ারা করে আত্মসাত করে নিতে পারেন। এবং প্রকৌশলী এমন কৌশলে এবং মেধাবী কর্মকর্তা এমন মেধা ও দক্ষতার সাথে আত্মসাত করতে পারে যে তা হয়তো ধরারও কোন উপায় থাকবে না। ফলে ঐ প্রজেক্ট তথা দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হল। এখন এই যে দুর্নীতি করা বা না করা তার নৈতিকতার উপর নির্ভর করে। তাই প্রাথমিক পর্যায় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত নৈতিকতার শিক্ষা অপরিহার্য। যাতে শিক্ষার্থী তার জীবন এর নিশ্চিত পরিসমাপ্তি এবং অর্থ, সম্পদ ও প্রতিপত্তি সবই রয়ে যাবে এবং সে খালি হাতেই চলে যাবে; এ চেতনাবোধ সৃষ্টি হয়। এখন দেখতে হবে আমাদের তেমন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকলেও যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে তাতে অভাব কিসের। যে সরকারই নির্বাচিত হয় তাদের সামনে প্রথম এবং প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় দুর্নীতি। এবং নির্বাচনের পূর্বে প্রায় সকল দলের ম্যানুফেষ্টুতে অগ্রভাগেই বলা হয় দুর্নীতি দূর করা, জিনিসপত্রের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা, বেকারত্ব দূর করা ইত্যাদি। এক কথায় দুর্নীতি দূর করে দেশ ও জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করা। কিন্তু একাজটি করবে কে? এবং কাদের দ্বারা? স্বাভাবিকভাবেই যে দল নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করে তাদের দায়িত্বই হয় অধিক। আর সরকার হল একটি মেশিনারী, সরকার তাঁদের নীতিকে বাস্তবায়িত করে প্রজাতন্ত্রের কর্তা-ব্যক্তি ও কর্মচারীদের মাধ্যমে। এবং এ ক্ষেত্রে সরকারের জনহিতকর নীতি তথা ভিশন ও মিশন বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব দেশের সকল মানুষের। বিশেষ করে শিক্ষিত, দায়িত্বশীল, দেশ প্রেমিক, নীতিবান ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের। আগেই বলেছি শিক্ষা যে কোন জাতির মেরুদণ্ড। অবশ্যই সে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে হবে মানবিক ও নৈতিক শিক্ষার

ব্যবস্থা। বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ে শিশু-কিশোরদেরকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যেন তাদের কচিমনে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানব প্রেম তথা সৃষ্টিপ্রেম, নৈতিকতা, নিষ্ঠা ও দেশ প্রেম সৃষ্টি হয়।

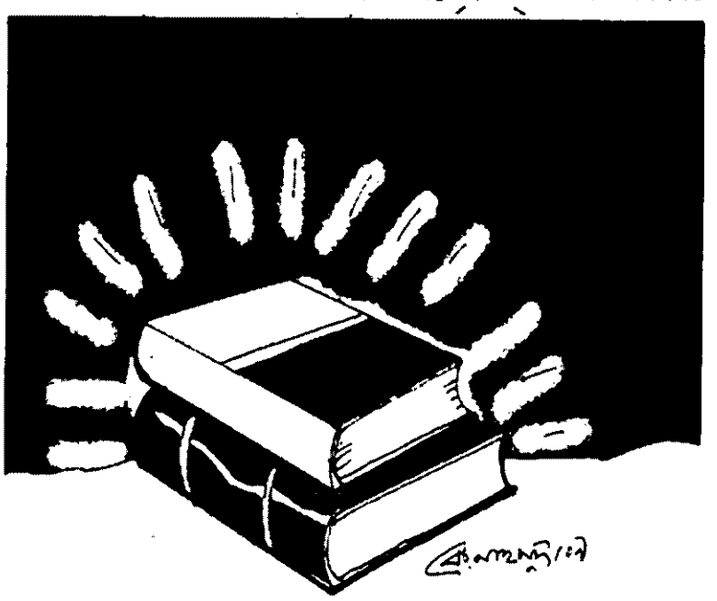

এখন প্রশ্ন হলো, এসব দুর্নীতিবাজরা তাদের পাঠ্য শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে আদৌ নৈতিকতার বা মানবতার শিক্ষা পেয়েছে কিনা? বস্তুত: নৈতিক শিক্ষার মূল শিক্ষাটা ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। সেটা যে কোন ধর্মই হউক না কেন। আমি আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বলছি, আমাদের বাংলাদেশে প্রধানত চারটি ধর্মের অনুসারী রয়েছে তা হল: (১) ইসলাম (২) হিন্দু (৩) বৌদ্ধ ও (৪) খ্রীষ্টান। উল্লেখিত ধর্মগুলোর কোন ধর্ম কি মিথ্যাচার, চুরি, উৎকোচ, চাঁদাবাজী, জবরদখল অবৈধ ও অন্যায়ভাবে মূল্যবৃদ্ধি, ভেজাল, ব্যভিচার ও মাদক সেবন এসব পাপ ও দুর্নীতিকে বৈধ বলে? এসব অপকর্ম, পাপাচার ও দুর্নীতিকে সকল ধর্মই পাপ ও অন্যায়ই বলে এবং এর কঠোর শাস্তি ও ধ্বংসাত্মক পরিণামের কথা বলে সতর্ক করে। সকল ধর্মই মানুষকে জীবন চেতনাবোধ শেখায়। অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ সম্পদ এখানেই রয়ে যাবে। সবকিছুকেই খালি হাতে চলে যেতে হবে তাই অবৈধ ও অন্যায় কর্মের কষ্টদায়ক পরিণামের বিষয়ে হুঁশিয়ার করে। সকল ধর্মই ন্যায় ও নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। তাই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত নৈতিকতা বা ধর্মীয় শিক্ষা আবশ্যিক হিসাবে রাখা অপরিহার্য বলে মনে করি। এখানে ধর্মীয় শিক্ষা বলতে যার যার ধর্ম। মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলাম, হিন্দু শিক্ষার্থীদের জন্য হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ শিক্ষার্থীদের জন্য বৌদ্ধ ধর্ম এবং খ্রীষ্টান শিক্ষার্থীদের জন্য খ্রীষ্টান ধর্ম অপরিহার্য হবে। আগেই বলেছি সকল ধর্মই নৈতিকতা, মূল্যবোধ, মানবতা ও দেশাত্মবোধ শেখায়। হ্যাঁ এখানে সুযোগ রাখা যেতে পারে যে এক ধর্মাবলম্বী ইচ্ছা করলে অন্য ধর্মও পড়তে পারবে। এতে করে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হবে। এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষ বীজ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এসব শিক্ষার্থীরা অসাম্প্রদায়িক নীতিবান ও দেশপ্রেমিক মানুষ হিসাবে গড়ে উঠবে বলেইতো আশা করা যায়। বস্তুত আমাদের দেশ তথা বিশ্বের বর্তমান প্রায় ৬শ ৭০ কোটি মানুষের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই তো কোন না কোন ধর্মাবলম্বী। তারা যদি নিজ নিজ ধর্মের নৈতিকতা ও বিধি বিধান সঠিকভাবে পালন করতো ও মেনে চলত তাহলে এ পৃথিবীটা শান্তির নীড়ে পরিণত হতে পারত। কিন্তু সব চাইতে দুঃখজনক ও কষ্টদায়ক হলো ধর্মের বৈপরিত্যের কারণে মানুষ নামক পশুরা মানুষ হত্যা করছে। প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় জীবন চেতনাবোধ মনে বধামূল হয়ে গেলে মানুষ মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন বিবেকবান মানুষ হিসাবে জীবন পরিচালনা করবে বলে আশা করা যায়।

এখানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নৈতিকতার ন্যায় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় অপর যে দু'টি বিষয় তা হলো (তিন) দেশ ও স্বাধীনতার ইতিহাস এ দেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে বহিঃশক্তির শাসন ও শোষণের শিকার হয়ে আসছিল। সে অন্যায় অত্যাচার অবিচার ও নির্যাতন থেকে মুক্ত করার জন্য কোন মহা মানব এবং কার জীবন উৎসর্গিকৃত প্রাণ হয়ে বাঙ্গালী জাতিকে মুক্ত করেছেন এর সঠিক ও সত্য ইতিহাস প্রাথমিক পর্যায় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত থাকা অপরিহার্য এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে দেশপ্রেম সৃষ্টি হবে এবং স্বাধীনতার মর্ম বুঝতে পারবে আমরাও আমাদের পূর্ব পুরুষরা নিজ দেশেই লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, শোষিত ও পদদলিত ছিলাম। স্বাধীনতার মাধ্যমে আমরা মুক্ত হয়েছি। তাই দেশকে ভালবেসে তার কল্যাণে কাজ করতে হবে, এ মানসিকতা সৃষ্টি হবে শিক্ষার্থীদের মনে। এর পর যে বিষয়টির উপর আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বারোপ করতে হবে তা হলো : (চার) ভোকেশনাল এডুকেশন বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কারণ আমাদের দেশের বহু মানুষ বিদেশে গিয়ে দেশের জন্য মূল্যবান অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু তাদের চেয়ে অনেক কম শ্রম দিয়ে বহুগুণে অধিক অর্থ উপার্জন করে অন্যান্য দেশের লোকেরা বৃত্তিমূলক শিক্ষা থাকার কারণে। তাই আমি মনে করি উচ্চ শিক্ষা, মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য হওয়া উচিত। এবং মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যারা ভাল ফলাফল করতে পারবে না তাদেরকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিলে তারা যেমন দেশের জন্য সম্পদ হবে তেমনি তাদের নিজেদের ও পরিবারের জন্যও এসেট বা সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। আমাদের একটি কথা খুব ভাল করে মনে রাখতে হবে যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে ডিজিটাল মানুষ লাগবে। ডিজিটাল শুধু জ্ঞানে ও মেধায় নয় বরং জ্ঞানের সাথে সাথে নৈতিকতায় ও মূল্যবোধে এবং মেধার সাথে মনুষ্যত্ব ও মননশীলতায়।

তাহলে শিক্ষা প্রকৃত অর্থে জাতির মেরুদণ্ডকে শক্ত ও সুদৃঢ় করবে আর সে মেরুদণ্ডের উপর ভর করে বিশ্বের ইতিহাসে বাঙালী জাতি ও বাংলাদেশ একটি উন্নত, সম্মানিত ও মর্যাদাবান জাতি হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। মূলত: অর্থের দারিদ্রতা আমাদের নেই। দারিদ্রতা রয়েছে জ্ঞান, নৈতিকতা, মূল্যবোধের ও দেশপ্রেমের। উল্লেখিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এ সব দারিদ্র্যতা দূর হলে বাংলাদেশ বিশ্বের একটি সমৃদ্ধশালী শান্তিপূর্ণ জাতি হিসাবে শিক্ষায় শক্তিশালী মেরুদণ্ডের উপর দাঁড়াতে পারবে বলে আশা করা যায়। মহান স্রষ্টা আমাদের জাতীয় শিক্ষা কমিশনকে যুগোপযোগী ও কল্যাণকর শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করার শক্তি ও প্রজ্ঞা এবং আমাদের সকলকে এতে সহযোগিতা করার মানসিকতা দান করুন।

[লেখক: ... চেয়ারম্যান, ইসলামিক ... ঢাকা বি...]